নবনির্মিত
রাজস্ব ভবন
উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
শুভ আগমন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

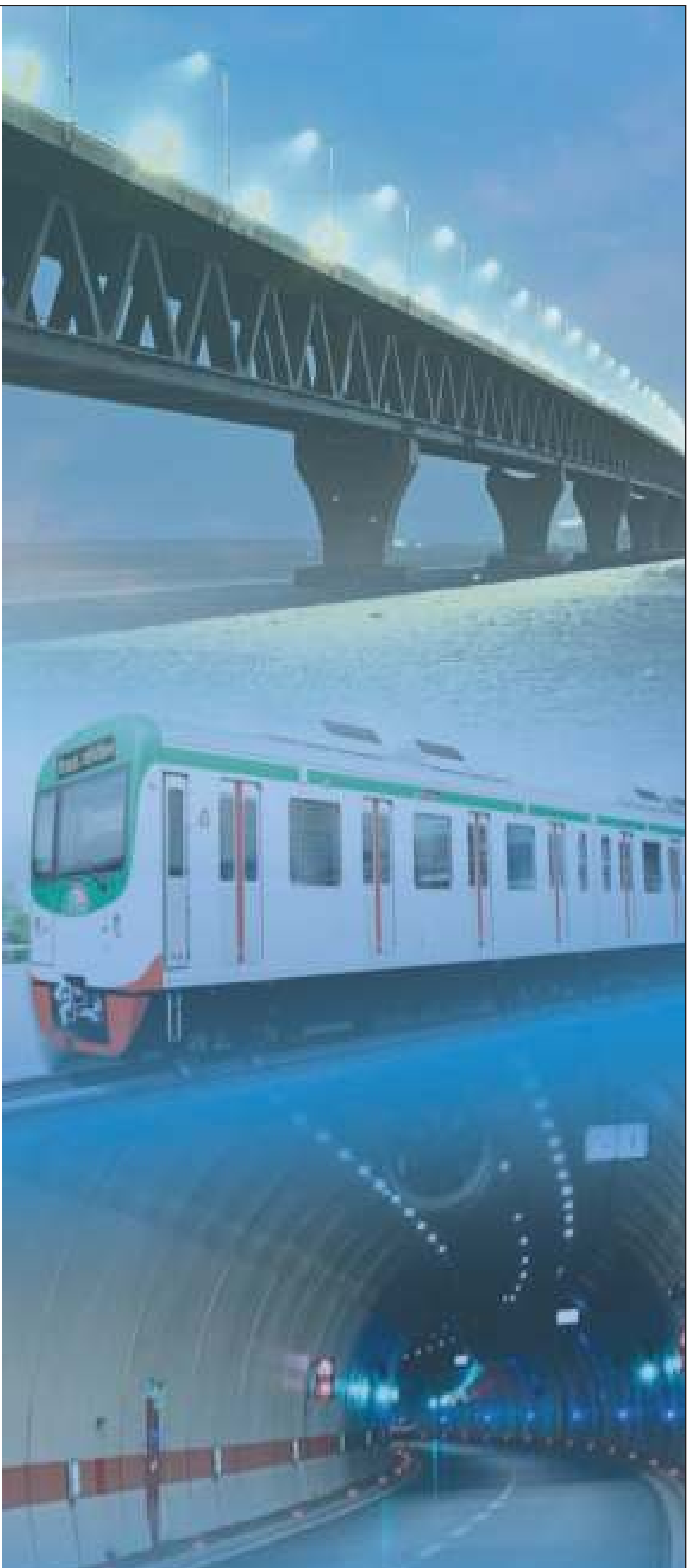

রাজস্ব সম্মেলন
২০২৩

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় ভ্রান্তি

আ আ ম আমীমুল ইহসান খান

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতিপয় স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যার মোট পদক্ষেপ বা measure সংখ্যা ৩৭ টি। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে TFA অনুসমর্থন (ratification) করেছে। আর এই TFA'র একটি অনন্য measure হলো Risk Management বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Article 7.4)।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি-নিরূপণ ভিত্তিক পণ্যচালান (consignment) খালাস ব্যবস্থা যা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণপূর্বক উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন পণ্যচালান শনাক্ত করে কায়িক পরীক্ষণে (physical examination) প্রেরণ এবং নিম্ন-ঝুঁকি সম্পন্ন চালান কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই কিংবা ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত খালাস নিশ্চিত করে। World Customs Organization (WCO) এর মতে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম। এটি প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগ যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ঝুঁকিসম্পন্ন চালান চিহ্নিত ও প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করে। যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ব্যবস্থা, তাই সার্বিক আঙ্গিকে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ (control) এবং সহজীকরণের (facilitation) মাঝে এটি সর্বোত্তম সমন্বয় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

WTO TFA এর Article 7.4.3 অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র কাস্টমস নিয়ন্ত্রণে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণে, উচ্চ-ঝুঁকির পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করবে এবং নিম্ন-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস ত্বরান্বিত করবে। এর অর্থ হচ্ছে, ঝুঁকি নিরূপণ ছাড়া নির্বিচারে কোনো ব্যবস্থা নয় এবং উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন ও নিম্ন-ঝুঁকি সম্পন্ন উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা (same treatment) নয়, বরং যারা অধিক নিয়ম মান্যকারী (more compliant) তারা দ্রুতগতিতে পণ্যচালান খালাস প্রাপ্তির মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা (more benefit) পাবে।

তবে, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্টজনের মধ্যে বিদ্যমান কতিপয় ভ্রান্তি এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত করছে যা নিরসন করতে না পারলে অনন্য এই সহজীকরণ পদক্ষেপটি প্রত্যাশিত ফল নাও বয়ে আনতে পারে যা প্রকারান্তরে সরকারের বাণিজ্য সহজীকরণের সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে নিচে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় ভ্রান্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

১। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মানেই ঝুঁকির সাথে আপস করা:

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই ঝুঁকির সাথে আপস করা নয়। এটি তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি

অনুসরণ করে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিরূপণ ও নিরসন ব্যবস্থা যা WCO ও WTO কর্তৃক স্বীকৃত এবং পৃথিবীর বহু দেশ কর্তৃক গৃহীত এবং সফলভাবে চর্চিত। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও বহু পূর্ব থেকেই আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করছে। অব্যাহত বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিকে সীমিত মানব সম্পদ ও লজিস্টিক সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করতে এটিই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের জানা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এর মাধ্যমে রাজস্ব, কমপ্লায়েন্স ও নিরাপত্তা ঝুঁকি আমলে নিয়ে তা নিরসনের বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করা হয়। দেশ বা বিদেশের এয়ারপোর্টে আপনার লাগেজ যে স্ক্যানিং অথবা খুলে পরীক্ষা করা হয় না বললেই চলে, তাতে যদি আপনার মনে হয় যে আপনার লাগেজটির ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়নি অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকির সাথে আপস করছেন তবে তা হবে একটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি আপনার লাগেজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় যা আপনি হয়তোবা নিজ চোখে দেখতে পান না। ঠিক এমনিভাবে পণ্যচালান বা কার্গোর ক্ষেত্রেও তা বন্দরে আগমনের পূর্বেই অথবা আগমনের পর বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিরূপণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঝুঁকি-সম্পন্ন পণ্যচালান নির্বাচন করা হয় এবং তার ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসন পন্থা অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোখের আড়ালেও ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিরূপণ করে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার ঝুঁকির সাথে আপস না করেই পণ্যচালান ত্বরিত খালাস করা হয়।

২। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেবলই কাস্টমসের কাজ, অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব বা ভূমিকা নেই:

আসলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কখনই কেবলই একটি কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয় নয়। সকল আন্তঃসীমান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থারই স্ব-স্ব পরিধি অনুযায়ী এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। WTO TFA এর Article 7.4.3 এও কাস্টমস এর পাশাপাশি অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রায় ৭০ টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছোট বা বড় ভূমিকা রয়েছে যারা কোনো না কোনোভাবে পণ্যচালানের ধরন বিবেচনায় লাইসেন্স বা সনদ বা ছাড়পত্র বা অনুমতিপত্র, প্রভৃতি প্রদান করে থাকে। একটি উদাহরণ দেই, ধরুন একটি উদ্ভিদজাত পণ্যের চালান কাস্টমসের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিরিখে ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং কাস্টমস এটি সরেজমিনে (কায়িক) পরীক্ষা করবে না। কিন্তু তারা কি এই চালানটি ছেড়ে দিতে পারবে? কখনই না। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ (PQW) ছাড়পত্র প্রদান করে। এক্ষেত্রে PQW যদি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ না করে অর্থাৎ ঝুঁকি নিরূপণ ব্যতিরেকে নির্বিচারে একটি চালানের পরিদর্শন বা কায়িক পরীক্ষা করে, তবে পরিদর্শন বা পরীক্ষণপূর্বক ছাড়পত্র প্রদানের কারণে উদ্ভিদজাত পণ্যের ওই চালানটি খালাসে দেরি হবে। অর্থাৎ কেবল কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলেই তা ত্বরিত পণ্য খালাসের জন্য যথেষ্ট নয় বরং সকল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ হলেই পণ্য দ্রুতগতিতে খালাস সম্ভব।

৩। একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন শুরু করলে বিশেষ প্রয়োজন হলেও অনিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, বরং তা মেনে নিতে হবে:

সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঝুঁকির ক্ষেত্র (risk area), মানদণ্ড (risk criteria) ও নির্দেশকসমূহ (risk indicator) বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও স্ট্যান্ডার্ড, উত্তম চর্চা, দেশীয় আইন ও বিধি, সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যপরিধির আলোকে পণ্যচালান

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট (ই-পেমেন্ট):

বাংলাদেশ কাস্টমস পহেলা জানুয়ারি ২০২২ থেকে সকল আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের শুল্ক-করাদি, চার্জ, ফি, প্রভৃতি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-পেমেন্ট) পরিশোধ বাধ্যতামূলক করেছে। যার ফলে রাজস্ব পরিশোধ সংক্রান্ত জালিয়াতির আশঙ্কা দূর হয়েছে এবং মেনুয়াল ব্যবস্থার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। একইসাথে চালান খালাসে সময় ও ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। ফলে TFA'র আর্টিকেল ৭.২ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে।

টাইম রিলিজ স্টাডি:

টাইম রিলিজ স্টাডির (TRS) মাধ্যমে পণ্যচালানের গড় খালাস সময় হিসাব ও তা প্রকাশ করা হয় এবং স্টাডির ফলাফল বিশ্লেষণ করে খালাস সময় হ্রাসের পরিকল্পনা করা যায়। ২০২২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি টাইম রিলিজ স্টাডি পরিচালনা করেছে। এছাড়া, একই বছরে US Department of Agriculture (USDA) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (BTF) একটি Agro-focused TRS (HS Chapter 1-24) পরিচালনা করে।

সংশ্লিষ্ট অতীত নন-কমপ্লায়েন্স তথ্য-উপাত্ত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি সংক্রান্ত নানা তথ্য চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। ফলে ঝুঁকি নিরসনকল্পে যখন যে ধরনের পদ্ধতি বা ব্যবস্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন কিংবা জরুরি মনে হবে তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই পদক্ষেপসমূহই বাস্তবায়ন করবে। ফলে এটি কোনোভাবেই এমন নয় যে একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করলে কোনো আমদানিকারক বা কোনো বিশেষ ধরনের পণ্যগুচ্ছের বিষয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল পরিবর্তন করা যাবে না বরং সময়ের সাথে সাথে হালনাগাদকৃত ঝুঁকি মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নতুন প্রোফাইলিং এর ভিত্তিতে যে ধরনের নিরসন ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করবে তাই তারা প্রয়োগ করতে পারবে। এটি একটি চলমান ও জীবন্ত প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়ার এবং পরিবর্তিত পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ অবারিত রাখে। অনিয়মকে মেনে নেওয়ার ভাবনাটিই বরং এখানে অবান্তর। এমনটি হলে সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে একবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শুরু করার পর অবস্থা বেগতিক দেখলে তা বন্ধ করে দিতে হতো। কিন্তু আমরা বরং দেখতে পাই বিভিন্ন দেশ অত্যন্ত সফলভাবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকি মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে প্রণীত ঝুঁকি প্রোফাইলসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনপূর্বক হালনাগাদ করার দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত ও এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার একান্তই নিজস্ব। এক্ষেত্রে, উক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থাই নির্ধারণ করবে কত সময় অন্তর অন্তর তারা কোনো প্রক্রিয়ায় কোনো মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল হালনাগাদ করে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে।

৪। উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী এবং এতদসংশ্লিষ্ট পণ্য বা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই; এসব ক্ষেত্রে ছাড় (waiver) দেয়া আছে:

উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী এবং এতদসংশ্লিষ্ট পণ্য বা খাদ্যদ্রব্যের পণ্যচালানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছাড় (waiver) দেয়ার ধারণাটি সঠিক নয়। TFA তে এ ধরনের কোনো ছাড়ের উল্লেখ নেই। অধিকন্তু, WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement এ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যেন তাদের স্যানিটারি (Animal and Human Health) বা ফাইটোস্যানিটারি (Plant Health) ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হয় তার উপর জোর দেয়া হয়েছে (Article 5)। উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের ক্ষেত্রে International Plant Protection Convention (IPPC) কর্তৃক প্রণীত এ যাবৎ প্রকাশিত ৪৭ টি International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) এর মধ্যে ISPM-32 সহ বেশ কয়টিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, World Organisation for Animal Health (WOAH) কর্তৃক প্রণীত প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে Terrestrial Code ও Terrestrial Manual, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের ক্ষেত্রে Aquatic Code ও Aquatic Manual এও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ আছে। প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ (USDA) উদ্ভিদ, মৎস্য, প্রাণী ও খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট ছয়টি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাকে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের (BTF) মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

৫। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব হবে:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব হওয়ার পরিবর্তে বরং তা বৃদ্ধি পাবে। কেননা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ তাদের দ্বারা তৈরি ঝুঁকি প্রোফাইলের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকিপূর্ণ চালান চিহ্নিত করে পরিদর্শন কিংবা কায়িক পরীক্ষা করবে, প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টের জন্য নমুনা উত্তোলন ও নমুনা ল্যাবে প্রেরণ করবে এবং উক্ত টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যচালান ছাড় করবে। অন্যদিকে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিদর্শন কিংবা কায়িক পরীক্ষণ কিংবা ল্যাব টেস্ট ব্যতীত ছাড়কৃত

খালাসোত্তর নিরীক্ষা:

খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post-Clearance Audit-PCA) এমন একটি বাণিজ্য সহজীকরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাড়কৃত পণ্যচালানসমূহ খালাসের পরও আমদানিকারকের গুদাম বা ব্যবসায় স্থলে গিয়ে রেকর্ডপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রভৃতি পরীক্ষা করা যায় এবং তথায় রক্ষিত পণ্যচালানের নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাবে প্রেরণ করা যায়। TFA'র আর্টিকেল 7.5 অনুযায়ী খালাসোত্তর নিরীক্ষার এই ফলাফল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজেও লাগানো যায়। এটি কমপ্লায়েন্ট ব্যবসায়ীদের পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছাড়কৃত পণ্যচালানসমূহ একটি বাছাই মানদণ্ডের মাধ্যমে PCA করে থাকে। তবে অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থার আইনে এই বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন।

পণ্যচালানসমূহের ক্ষেত্রে খালাসোত্তর নিরীক্ষার সুযোগ থাকবে, যার ফলে পণ্যচালান খালাসের পর রক্ষিত গুদাম থেকে নমুনা সংগ্রহ, নমুনা পরীক্ষা, বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ, ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রভৃতি পরীক্ষা, আটক ও জব্দ করা যাবে। ফলে, সামগ্রিক বিচারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কর্তৃক তাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অধিকতর পেশাদারিত্বের সাথে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব না হয়ে বরং তা সুসংহত হবে এবং তারা ঝুঁকিসম্পন্ন চালানের ক্ষেত্রে অধিকতর মানব সম্পদ ও লজিস্টিক সুবিধা বিনিয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর জোরদার করতে পারবে। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার আইনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও খালাসোত্তর নিরীক্ষার বিধান সংযোজন করতে হবে। আর WTO TFA অনুসমর্থনের অর্থই হলো বাংলাদেশ TFA তে উল্লিখিত সহজীকরণের বিধানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে অনুকূল বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশ্বদরবারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৬। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অজুহাতে আমদানি-রপ্তানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের উপর চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাই নির্ধারণ করবে তারা কোনো প্রক্রিয়ায় কোনো মানদণ্ড ও নির্দেশকসমূহের সমন্বয়ে ঝুঁকি প্রোফাইল প্রণয়ন করে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে। এটি একান্তই নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও এখতিয়ার। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটে পদস্থ কর্মকর্তাগণ সংস্থা প্রধান এবং ইউনিট প্রধানের জবাবদিহিতার আওতায় থাকবেন। তাদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট থাকবে। তারা ঝুঁকির যে যে ক্ষেত্র, মানদণ্ড, নির্দেশক ও প্রোফাইল প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত প্রোফাইলের ভিত্তিতে কী হারে পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করবে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো গোপনীয় হিসাবে বিবেচিত হবে। আর ক্ষেত্র, মানদণ্ড, নির্দেশক ও প্রোফাইলসমূহ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে (ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত) হালনাগাদ হওয়ায় এ বিষয়ে আমদানি-রপ্তানিকারক ও সিএন্ডএফ এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের অবহিত হওয়া কিংবা ধারণা লাভের সুযোগ থাকবে না। ফলে, স্টেকহোল্ডারগণ চাপ প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে না। আর কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পণ্যচালান পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় চাপ প্রয়োগের আশঙ্কাটিও আসলে অমূলক। পুরো প্রক্রিয়াটি যখন স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) হবে তখন আরও স্বচ্ছতা আসবে। বিদ্যমান শতভাগ কায়িক পরীক্ষার পরিবর্তে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন যেহেতু স্টেকহোল্ডারগণকে অনেক স্বস্তি ও সুবিধা দিবে, সেহেতু স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে চাপ বরং আরও কমবে।

৭। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের হাতে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময় আছে, তাই এটি নিয়ে এখনই এতো তাড়াহুড়া করার কিছু নেই:

আসলে ২০২৬ সালের জুন মাস যে এখনো অনেক দূরে এ বিষয়ে হয়তো কারোর তেমন একটা দ্বিমত নেই, কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে যে ধারাবাহিক ও সমন্বিত কার্যক্রম তা যদি এখনই শুরু করা না হয় তবে পরবর্তীকালে এত বেশি তাড়াহুড়া করতে হবে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে। আর ২০২৬ সালের জুনের এই সময়সীমা বাংলাদেশই WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে। এ সময়ের মধ্যে করতে হবে অনেকগুলো কাজ, যেমন নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের আইন ও বিধিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এর ধারাবাহিকতায় খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) বিধান সংযুক্ত করা। বর্তমানে একমাত্র কাস্টমস আইনেই এই বিধান দুইটি রয়েছে। এভাবে অসংখ্য আইন ও বিধি সংশোধন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং দুরূহ একটি বিষয়। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের জন্য আলাদা আলাদা আইন সংশোধন না করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বাণিজ্য সহজীকরণের অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করে Trade Facilitation বিষয়ে একটি বিশেষ আমব্রেলা আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে বলে জানা যায়। আরও প্রয়োজন সংস্থাসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট) সৃজনপূর্বক কার্যক্রম চালু করা, জনবলের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অটোমেটেড সিস্টেম বা সফটওয়্যার প্রবর্তন, সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণ, প্রভৃতি। ফলে, বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে সাড়ে তিন বছরের মতো সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। কেননা, উক্ত সময়ের পরও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত না হলে WTO এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাবে।

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল ভ্রান্তি দূর হয়ে ত্বরিত গতিতে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক: প্রথম সচিব (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (বর্তমানে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে ইউএসডিএ-বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (বিটিএফ) এ লিয়েনে কর্মরত)।